আয়াতুল কুরসি

ফজিলত ও আমল

সংকলন

মাহদী আবদুল হালিম

লেখক ও সম্পাদক

শিক্ষাসচিব, মাদরাসায়ে কাসেমিয়্যাহ, ময়মনসিংহ

রাইয়ান প্রকাশন

প্রকাশকের কথা

দুআ অর্থ ডাক, আহ্বান, আরবিতে এর প্রতিশব্দ মুনাজাত। যার অর্থ একান্তে আলাপন। দুআর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলে। বান্দা বলে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসার বিনিময়ে আপনার সাহায্য কামনা করছি। আল্লাহ উত্তর দেন, আমি তোমার চাহিদা পুরো করব। আল্লাহ তার শাহি দরবারে ফেরেশতাদের বলেন, শোন, মনোযোগ দিয়ে, সে কী চায়? সে যা চায় আমি তাকে তা দেব, তার চেয়েও দ্বিগুণ করে তাকে দেব। এভাবে একের পর এক দুআর বিনিময় আল্লাহর কাছে বান্দার পক্ষ থেকে জমা হতে থাকে। আল্লাহ যা বান্দার জন্য উপযুক্ত মনে করেন তাই তাকে দেন। তার জন্য ক্ষতিকারক অথচ সে চেয়ে বসেছে, তা থেকে তার মন ঘুরিয়ে দেন। কারণ, মানুষ তার সীমিত জ্ঞানে অনেক ক্ষতিকর বিষয়কেও ভালো মনে করে, আবার অনেক ভালো বিষয়কেও ক্ষতিকর মনে করে। আল্লাহ মানুষের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন, অর্থাৎ, তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাস হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।[১]

মহাগ্রন্থ আলকুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত-আয়াতুল কুরসির ফজিলত সম্পর্কে কমবেশি সবাই জানি। হয়ত নিয়মিত আমলও করছি সবাই। এই আয়াতগুলো একাধিক বিশেষ কারণে সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। প্রতিথযশা তরুণ আলেম লেখক মাহদী আবদুল হালিম আয়াতুল কুরসির ফজিলত ও আমল নিয়ে বই প্রকাশকের কথা বললে আমি দ্বিধা করিনি। তার কারণ, আয়াতুল কুরসির প্রতি হৃদয় উজারিত সমীহা ও সাধারণ্যে প্রচলিত বহু জাল ও ভিত্তিহীন কথার বিরুদ্ধে এই বই হয়ে উঠবে আলোর মশাল। রাইয়ান প্রকাশন সর্বাগ্রে দীন প্রতিষ্ঠা ও মানুষের উপকার হতে পারে এমন বিষয়বস্তু নিয়েই কাজ করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় আয়াতুল কুরসি অনন্য সংযোজন।

এই বইটি বহু মানুষের পথনির্দেশনায় কাজে দেবে, অসার ও অতিরঞ্জন কথা ও আমল থেকে উম্মাতে মুহাম্মদিয়াকে সচেতন করবে, পরিশেষে এই বই যদি একজন পাঠকের নিত্য আমলে সামান্য পরিবর্তনও সাধন করে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। লেখকসহ এই বইয়ের প্রস্তুতি পর্বে যাদের নিঃস্বার্থ দাওয়াহ ব্যয় হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় তা সত্তরগুণ বৃদ্ধি পাক, আমীন।

---

১. সুরা বাকারা : ২১৬

দুআ

খুব ছোটবেলা থেকেই আয়াতুল কুরসির সাথে পরিচয়। আব্বা হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার সময়, ঘরে তালিমের হালকায় শব্দে শব্দে শিখাতেন। ধীরে ধীরে এই আয়াতটি মনের শ্লেটে অঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে সাথে এই আয়াতটি দুআর মতোই জুড়ে যাওয়া স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। ফরজ নামাজান্তে ও রাতে শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসির পাঠ অভ্যাসগতভাবেই মুখে চলে আসে। এর পূর্ণ কৃতিত্ব আব্বু-আম্মুর। ছোটবেলায় শাসনের ভয় ও সোহাগের মায়া দেখিয়ে শেখানোর ফল। সংকলনটি তৈরি কাজ আমরা অনেকেই হয়ত এ আয়াতটি জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে, এর ফজিলত, আমল ইত্যাদি না জেনেই আমল করছি, বিশেষ করে আয়াতটির সাথে সম্পৃক্ত ফজিলতগুলো জানা থাকলে আমাদের আমলের গুরুত্ব ও নিষ্ঠা বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। কুরআন কারিমে জানা ও না জানাকে পার্থক্য করে দেখানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ؟ (হে নবি! আপনি বলে দিন, যে জানে আর যে জানে না উভয়ে কি সমান হতে পারে?) এ প্রশ্নের উহ্য জবাব হচ্ছে, তারা কখনোই সমান হতে পারে না। এ থেকে বোঝা যায়, ইলম অর্জন করা, যেকোন আমলের উৎস ও ফজিলত জেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

এ কিতাবটি সংকলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, আয়াতুল কুরসির মতো মহিমান্বিত আয়াত সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রচার করে এর বরকত লাভ করা। দ্বিতীয়ত, নিজের আমলকে আরও নিয়মিত ও নিষ্ঠাপূর্ণ করার স্থায়ী ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, মাওলায়ে পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ কিতাবের পাঠককে সঠিক তথ্য জানিয়ে মহান রবের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনে দাওয়াহ পৌঁছানো। সর্বোপরি ইলমে দীনের তাকাযা ও হকের প্রতি যত্নশীল থেকে এ কাজের সওয়াবকে ইখলাসের রঙে রঙিন করে নেওয়া। ইলমের তাকাযা ও হক হচ্ছে, সর্বাগ্রে নিজে আমল করা ও অপরের কাছে আমলের দাওয়াহ পৌঁছানো।

এটি স্বতন্ত্র কিতাব নয়; সংকলনই বলা ভালো। এর তথ্যউপাত্তগুলো বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থ ও দুআসংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই ফিরিস্তি দিতে গেলে বক্তব্য দীর্ঘতর হয়ে যাবে। তাদের সকলের প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা ও দুআ করি—আল্লাহ তাআলা উভয়ে জগতে তাদের প্রাপ্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিন। বিশেষ করে রাইয়ান প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী ইশতিয়াক নেওয়াজ ভাইয়ের কথা ও অধমের প্রতি অনিঃশেষ আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ না করলেই নয়; আমি পাণ্ডুলিপির কথা বলামাত্র তিনি ছাপতে রাজি হয়ে যান। তিনিও একইভাবে একাজের মাধ্যমে নিজ আমল ও অপরের কাছে আমলের দাওয়াহ পৌঁছানোর আগ্রহ পোষণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার সদিচ্ছায় বরকত দিন, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সেরা সফল হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মাহদী আব্দুল হালিম

৬ নং প্যারিদাস রোড,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১.২২.২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
অধ্যায় : এক ১১
আয়াতুল কুরসি ১১
রহস্যের আকর ১১
সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত...১৪
ফজিলত ও কারামাত ২১
বিপদআপদ থেকে মুক্তি ২১
কুরআনের এক চতুর্থাংশ...২২
আগুন ঘরকে স্পর্শ করতে পারেনি ২৩
আয়াতুল কুরসি সম্পর্কে বিবিধ ২৩
ক্ষতি থেকে সুরক্ষা ২৬
ফায়েদা ২৯
দুষ্ট জিন ও শয়তান থেকে মুক্তি ৩২
জিন ও মানুষ-শয়তান থেকে রক্ষা.............................. ৩৩
দুই আয়াতে নিরাপদ রাত ৩৫
অধ্যায়: দুই ৩৭
তাফসির ৩৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৩৭
নামকরণ.. ৪৩
শানে নুযুল...৪৪
তাফসির ৪৬
"আল্লাহ" নামের ব্যাখ্যা...৪৬
"ইলাহ" শব্দের ব্যাখ্যা ৫৬
"اَلْحَيُّ" নামের ব্যাখ্যা...৫৯
"اَلْقَيُّوْمُ" নামের ব্যাখ্যা ৬১
অধ্যায় : তিন ৮৭
আমালিয়াতে আয়াতুল কুরসি ৮৭

আয়াতুল কুরসি পড়ে দম করার নিয়ম ৮৭
বিনা বাধায় জান্নাতে প্রবেশ ৮৯
দুরারোগ্য থেকে মুক্তি ৮৯
সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে সুরক্ষা ৯২
ঘুমন্ত ব্যক্তির সুরক্ষা ৯৮
ঘরবাড়ির সুরক্ষা ৯৮
কুরআন বিস্মৃত হবে না ৯৯
সর্বরোগের শিফা ৯৯
পাহাড়সম ঋণ থেকে মুক্তি ১০০
নবিদের মতো সওয়াব ১০১
অধ্যায় : চার ১০২
ইসমে আজম ১০২
ইসমে আজমের পরিচয় ১০২
ইসমে আজমের ফজিলত ১০২
ইসমে আজমে দুআ কবুল হয় ১০৩
ফেরআউনের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া ১০৪
আল্লাহ সাহায্য বা বিজয় ১০৬
ইসমে আজমের উসিলায় দুআ করলে দুআ কবুল হয় ১০৭
কতিপয় আমল ১০৯
ইসমে আজম দিয়ে শুরু হওয়া আয়াতসমূহ ১১০
পরিশিষ্ট ১২১
বিপন্মুক্তির একটি ঘটনা ১২১
অধ্যায় : পাঁচ ১২৩
আসমাউল হুসনা ১২৩
আসমাউল হুসনার ফজিলত ১২৩
আসমাউল্লাহিল হুসনা ১২৬
উচ্চারণ ও অর্থ ১২৬

মুমিনের সামনে এমন ঢাল হিসেবে আবির্ভূত হয়ে থাকে যা ভেদ করার মতো কোনো শক্তি নেই। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এক মুসাফির ডাকাতের কবলে পড়লে কুরআনের একটি আয়াতই বারবার পড়তে থাকে। ফলশ্রুতিতে সেই আয়াতের নিযুক্ত ফেরেশতা জমিনে নেমে আসে এবং ডাকাতকে হত্যা করে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। এ থেকে জানা যায়, কুরআনুল কারিমের সমস্ত আয়াতেই একেকজন নিযুক্ত ফেরেশতা আছেন। তবে আয়াতসমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠতম আয়াতে নিযুক্ত ফেরেশতাও নিশ্চয়ই বিপুল শক্তিশালী ও ভীষণ প্রলয়ংকারী হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই যেকোনো বিপদে যথার্থ বিশ্বাস ও ভরসার সাথে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় নিঃশঙ্কচিত্ত হয়ে যাবে।

আয়াতুল কুরসির মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইসমে আজম রয়েছে, একই সঙ্গে আছে আসমাউল হুসনার কতিপয়। সেইসূত্রে বক্ষ্যমাণ বইতে ইসমে আজমের ফজিলত ও তৎসংবলিত আয়াতমালা উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আসমাউল হুসনার ফজিলত ও নুসখা। নুসখাগুলো একারণে যে, কোনো কোনো সিফাতের জিকির বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নুসখা অনুযায়ী আমল করলে চাহিদামতো ফল পাওয়া যায়। বইয়ের তথ্যউপাত্তগুলো আপাত উদারভাবে সংগৃহীত হয়েছে, কোনো কোনো বর্ণনায় যু'ফ তথা বর্ণনদুর্বলতা সত্ত্বেও উল্লেখিত হয়েছে, যেমন শানে নুযুল ইত্যাদি। সালাফের মতে, আমলের বেলায় বৃহৎ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে দুর্বল বর্ণনাও আমলযোগ্য বিধায় সেসবও উল্লেখিত হয়েছে, পাশাপাশি এসেছে কিছু ইসরাইলি বর্ণনাও। যার ব্যাপারে নবিজি সা.-এর নির্দেশনা হচ্ছে, আমরা সেগুলো বিশ্বাস করবো না, প্রত্যাখ্যানও করবো না। এছাড়া সময়স্বল্পতাহেতু অনেক তথ্য নাগালের বাহিরে থাকছে, হয়ত পরের সংস্করণে বইটি আরও পরিমার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। এমন একটি সংকলন এ যাবতাকালে নতুন। এর উপকারিতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, মুসলমানের জীবন ও মান নিরাপদ থাকুক সবসময়।

অধ্যায় : এক

আয়াতুল কুরসি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللهُ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: আল্লাহ– তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বপ্রতিষ্ঠ সংরক্ষণকারী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা রয়েছে আর পৃথিবীতে যা রয়েছে, সব তাঁরই সত্তাধীন। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে যা রয়েছে আর তাদের পিছনে যা রয়েছে তিনি তা অবগত আছেন। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর ইলমের কিছুই তারা (সৃষ্টিকুল) আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, সর্বোচ্চ মাহাত্ম্যের অধিকারী।[১]

রহস্যের আকর

সুরা বাকারা ২৫৫ নং আয়াতটিই আয়াতুল কুরসি। এ আয়াতটি পঞ্চাশটি শব্দ সংবলিত। প্রত্যেকটি শব্দই বরকত ও উত্তম নিদর্শনযুক্ত। এ আয়াত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে অনেক ফজিলত, রহমত ও কারামত বর্ণিত হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। রহমত, বরকত ও রিজিকের আধার। এ আয়াতটি বড় রহস্যময়। বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং

১. সুরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৫৫

সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত

এ আয়াত কুরআনুল কারিমের শ্রেষ্ঠ আয়াত তার কয়েকটি কারণ হলো-

মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে, উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান তোমার কাছে থাকা আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহর কিতাবের শ্রেষ্ঠ আয়াত কোনোটি? সাহাবি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুম। সাহাবি বলেন, তিনি আমার বুকে চাপড় দিয়ে সাবাশি জানালেন। বললেন, আবুল মুনযির তোমার ইলমে বরকত হোক!

–এ আয়াতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো, এ আয়াতে আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ তথা আসমাউল হুসনা এবং উচ্চ গুণাবলির কথা বিবৃত হয়েছে। সেইসঙ্গে আল্লাহ তাআলা থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি-অক্ষমতা ইত্যাদি মানবীয় দোষমুক্ত থাকার ঘোষণা রয়েছে।

–এ আয়াতটিতে দীনের ভিত্তি তথা খাঁটি ইখলাসের কথা বলা হয়েছে। ইখলাস হলো-আল্লাহ তাআলার প্রতি খাঁটি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রতি হৃদয়ের বিশ্বাসকে খাঁটি করা। আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর ওপর এমন নির্ভরশীল না হওয়া যাতে মনে হতে পারে এছাড়া কোনো উপায় নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

> “আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না”।[১]

অর্থাৎ, জীবনযাপনে ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আল্লাহকে নিজের হিসাবগ্রহণকারী মেনে নিয়ে ইবাদত-বন্দেগি তথা কার্যসমূহ সম্পাদন করার নাম ইখলাস।

১. সুরা ইউনুস : ১০৫

আবার ইবাদত-বন্দেগিতে আমরা ইখলাসের দীক্ষা পাই এভাবে যে, হাদিসে ইহসানে এসেছে, أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ, যদি তা না পার তাহলে অন্তত এটুকু জান যে তিনি তোমাকে দেখছেন।[১] এখানে আল্লাহ দেখেন বান্দার নিয়তকে। কেননা, নিয়তের ওপরই ভিত্তি করে তার নিবেদনের সৌন্দর্য উপস্থাপনা।

যেমনটি আমরা হাদিসে দেখতে পাই–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। ইখলাস এজন্যও জরুরি, আমরা যে কাজটি করছি তার দায়িত্ব যেন সর্বময় কর্তৃত্বের আধার ও কর্ণধার আল্লাহ তাআলার প্রতি সোপর্দ করতে পারি।

উল্লেখিত হাদিসে اَلْأَعْمَالُ বহুবচন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এতে বোঝা যায় যেকোন আমলের জন্য নিয়ত বা সংকল্প জরুরি। কাজটি দীনি হোক বা দুনিয়াবি, যদি সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পিত হয় তাহলে কাজটি অর্থপূর্ণ ও সুন্দর হবে। দ্বিতীয়ত, اَلنِّيَّاتُ শব্দটিও বহুবচন এসেছে। এতে প্রমাণিত হয়, একটি কাজের একাধিক নিয়ত হতে পারে। আয়াতুল কুরসি পাঠ করা অবশ্যই সওয়াবের, পাশাপাশি এর দ্বারা যখন বিপন্মুক্তি ও রক্ষাকবচ হিসেবে তিলাওয়াত করে দম করা হবে তখন তা ক্রিয়াশীলও হবে। অন্যান্য জিকির-তিলাওয়াত ও আমলের বেলায়ও একই কথা। কাজেই সকাল-সন্ধ্যায় দুআ-অজিফা আদায় করায় শুধু বিপদ থেকে রক্ষাই হয় না; বরং তিলাওয়াতের সওয়াবও হয়ে থাকে। তাই অল্প অল্প আমল করেও আমরা অনেক বেশি সওয়াবের অধিকারী হতে পারি। হাদিসে এসেছে,

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ : أَدْوَمُهَا
وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ : اِكْلَفُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ.

---

১. সহিহ বুখারি, হা/৫০

> "নবি করিম সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনোটি? তিনি বলেন, যা নিয়মিত করা হয়। তা যত অল্পই হোক না কেন। অতপর তিনি বলেন, তোমরা সাধ্যের অতীত কাজ নিজের ওপর চাপিয়ে নিও না।"[১]

অন্য একটি হাদিসে নবিজি সা.-এর আমলের নমুনা দেখানো হয়েছে, তিনি রাতের বেলা চাটাই দিয়ে ঘেরাও করা অংশে নামাজ আদায় করতেন। আর দিনের বেলা তা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। এটি ছিল রমযানের রাতে কিয়ামুল লাইল প্রসঙ্গে। লোকেরা নবিজি সা.-এর সাথে নামাজে শরিক হতে লাগল। এমনকি বহু লোক একত্র হয়ে গেল। তখন নবিজি সা. তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ.

হে লোকসকল! তোমার আমল করতে থাক তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী। কারণ, আল্লাহ তাআলা ক্লান্ত হন না; বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দের আমল তাই-যা কম হয় কিন্তু নিয়মিত হয়।[২]

এ হাদিস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, যেকোনো আমলের প্রাথমিক নিয়ত থাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও সওয়াব অর্জন করা। তাই যা সহজ মনে হয় তাই নিয়মিতভাবে করে যাওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা সওয়াব দানে ক্লান্ত হন না; বরং মানুষ আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

কোনো কাজ নিয়মিতভাবে করার অনেক উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, তাতে ধীরে ধীরে ইখলাস সৃষ্টি হতে থাকে। ইখলাসের স্বরূপ হলো পাথরের উপর বৃষ্টিফোঁটার মতো। তা অল্প হলেও যদি নিয়মিত ও দীর্ঘ মেয়াদি হয় তাহলে একসময় পাষাণ পাথরের গায়েও পানির পাত্র তৈরি হয়ে যায়। মুফতি রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. তার

---

১. সহিহ বুখারি, হা/৬৪৬৫
২. সহিহ বুখারি, হা/৫৮৬১

১. নবিজির ﷺ বিশিষ্ট সাহাবি আবু যর জুনদুব ইবনে জুনাদাহ রা. বলেছেন, একদিন আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তাকে মসজিদে বসা দেখতে পাই। আমি গিয়ে তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বসি। এরপর আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! আপনার প্রতি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাজিল হয়েছে?” বললেন, “আয়াতুল কুরসি।”

২. উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন তাকে নবি করিম ﷺ জিজ্ঞেস করেন, কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। নবি করিম ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বলেন, আয়াতুল কুরসি। এরপর নবি করিম ﷺ বলেন, হে আবুল মুনযির, তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এটির একটি জিহবা ও দুটো ঠোঁট রয়েছে যা দিয়ে সে আরশের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করে।

উল্লেখ্য, হাদিসে আয়াতুল কুরসির জিহ্বা ও ঠোঁটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর স্বরূপ আল্লাহর জ্ঞানের আওতাধীন।

৩. আবু সালীল রহ. সূত্রে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, নবি করিম ﷺ-এর কোনো এক সাহাবির সাথে লোকেরা কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে তিনি ঘরের ছাদের উপর উঠেন। সেখান থেকে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, বলতে পারো, কুরআন কারিমের কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড়? তখন এক সাহাবি বললেন, اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (এই আয়াতটি সবচেয়ে বড়)

এরপর সেই সাহাবী বলেন, আমি এই উত্তর দেওয়ার পর রাসুল ﷺ আমার কাঁধের উপর হাত রাখেন আর আমি তার শীতলতা বুক পর্যন্ত অনুভব করছিলাম। অথবা রাসূল ﷺ আমার বুকে হাত রেখেছিলেন আর আমি তার শীতলতা কাঁধ পর্যন্ত অনুভব করছিলাম। এরপর তিনি ﷺ বললেন, হে আবুল মুনযির, তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।